দৈনিক
জনকণ্ঠ

OCT. 15 2006

গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় ড. ইউনূসের নতুন স্বপ্ন

তোফায়েল আহমদ, কক্সবাজার থেকে ॥ নোবেল বিজয়ী গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবার প্রতিষ্ঠা করতে চান একটি গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়। যেটি হবে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া হবে একদম হাতেকলমে। সার্টিফিকেট নিয়ে শুধুমাত্র চাকরির জন্য বসে থাকা স্বপ্নের সেই গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর জীবনে থাকা চলবে না। তাকে অবশ্যই হতে হবে হাতেকলমে একজন দক্ষ কর্মী। যে কর্মী বেকার থাকবে না। এমনকি সেটা বিজ্ঞান

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়

(১২-এর পাতার পর)

বিভাগে হোক, মানবিকে হোক অথবা বাণিজ্য বিভাগে হলেও প্রতিটি শিক্ষার্থীকেই গড়ে তোলা হবে আত্মকর্মসংস্থানে যে কোন পরিবেশে নিজেকে নিয়োজিত করার মতো মানসিকতায় সমৃদ্ধ করে। যাতে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দেশে না থাকে সেই কনসেপ্ট নিয়েই তিনি ভাবছেন গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে এগিয়ে যাবার কথা। অর্থাৎ এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও হবে আরেক মাইক্রোক্রেডিটেরই যেন এপিঠ ওপিঠ। বিশ্ববিখ্যাত নোবেল বিজয়ী এই খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস গত ১১ আগস্ট কক্সবাজার সফরে এসে ব্যক্ত করেছেন তাঁর স্বপ্নের এ গোপন কথাটি। এ সময় সঙ্গে ছিলেন ড. ইউনূসের জ্যেষ্ঠ কন্যা যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা অপেরা শিল্পীদের একজন মনিকা ইউনূস। নিজ জন্মভূমিতে বেড়াতে আসা কন্যা মনিকাকে নিয়ে তিনি সে সময় সৈকত শহর কক্সবাজারে কাটিয়ে গেছেন টানা তিনদিন। এই কক্সবাজার শহরেই রয়েছেন ড. ইউনূসের বাল্য জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরই বেশ ক'জন। তিনি এ সময় মনিকা ইউনূসকে সঙ্গে নিয়ে রামু উপজেলার ঐতিহাসিক স্থান, রামকোটে জগৎজ্যোতি শিশু সদনেও গিয়েছিলেন। সম্রাট অশোকের স্থাপিত রামকোট বনাশ্রম রয়েছে এখানেই। ধন্যবতী রাজার আমন্ত্রণে গৌতম বুদ্ধ মিয়ানমার যাবার পথে এই ঐতিহাসিক স্থান রামকোটেই বিশ্রাম নিয়েছিলেন। এ সব কারণে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ পাহাড় ঘেরা নৈসর্গিক সৌন্দর্যের একটি চমৎকার এলাকা রামুর রামকোটকেই তিনি পছন্দ করেছেন স্বপ্নের গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সম্ভাব্য স্থানটিও। কক্সবাজারের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং রামু কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোসতাক আহমদ শনিবার জনকণ্ঠকে জানিয়েছেন এ তথ্য। রামুর অধিবাসী অধ্যক্ষ মোসতাক আহমদ ড. ইউনূসের অন্যতম ঘনিষ্ঠজন। কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত দু'জনই ঘনিষ্ঠ সহপাঠী। ড. ইউনূস গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীকে সফলতার মুখ দেখিয়েছেন। তাঁর মাইক্রোক্রেডিটের এই কনসেপ্ট এখন বিশ্বের ১১০টি দেশেই চালু রয়েছে। কিন্তু দেশব্যাপী শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বহু রকমের সহায়তা পদ্ধতিতেও সমস্যার কোন উত্তরণ হচ্ছে না। তাই তিনি এবার এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখছেন যেখানে লেখাপড়া করে শুধু সার্টিফিকেটই পাওয়া যাবে না, সেই সঙ্গে থাকবে এক শিক্ষার্থীর আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতাও। যাতে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই শিক্ষার্থী যেন বেকার হয়ে বসে না থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে চাকরি পাবে না ততক্ষণই যাতে সে হাতেকলমে একটা কিছু করে অন্তত বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারে তেমন শিক্ষাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দিতে চান।